যায়যায়দিন যায়যায়দিন

যায়যায়দিন

তারিখ 6 MAY 2009
পৃষ্ঠা ২

ইউজিসির নাম পরিবর্তনসহ মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব

এম মামুন হোসেন

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নাম পরিবর্তন এবং এর মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব করেছে ইউজিসি কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নাম 'উচ্চ শিক্ষা কমিশন', চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা ক্যাবিনেট মিনিস্টার ও সদস্যদের প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। ইউজিসির চেয়ারম্যান হিসেবে দুই বছর পূর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে অধ্যাপক নজরুল ইসলাম নিজ অফিসে

প্রস্তাব : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

প্রস্তাব : ইউজিসির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এসব কথা জানান। তিনি বলেন, ইউজিসির ওপর সরকারের কোনো চাপ নেই। বর্তমান সরকারের উচ্চ শিক্ষা নীতির সঙ্গে তাদের মতপার্থক্যও নেই।

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, উচ্চ শিক্ষায় মান বাড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য তাই আলাদা বেতন কাঠামোর দাবি করে আসছে। ইউজিসির দাবি, দেশে ও বিদেশে শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। দেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ আরো বাড়াতে হবে। উচ্চ শিক্ষার নামে অনেক শিক্ষক বিদেশ গিয়ে আর ফিরে আসেন না। এটা বন্ধ করতে নতুন নিয়ম করা হবে বলে তিনি জানান।

ইউজিসির চেয়ারম্যান বলেন, নতুন নিয়ম অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঁচ বছরের ছুটি শেষে কেউ কর্মস্থলে যোগ না দিলে তাকে বরখাস্তের ব্যবস্থা করা হবে।

দেশে বর্তমানে ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ৫৪টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মূল্যায়ন কেবল সংখ্যার বিচারে করা বাঞ্ছনীয় নয় বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নিশ্চিত করতে অ্যাক্রিডেশন কাউন্সিল বা মান নিশ্চিতকরণ কাউন্সিল করা হবে। পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নত করতে সার্ভের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের স্কোরের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে র‍্যাংকিং এবং রেটিং করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা বাড়ানোর জন্য ইউজিসি পাঁচ বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বলেও জানান তিনি। বিশ্ব ব্যাংকের ৯১.৮ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৬৮১ কোটি টাকা অর্থায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা খাতের কার্যক্রম বাড়ানো এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ইন্টারনেটের আওতায় আনা হবে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মানহীন শিক্ষা প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান বলেন, কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তবে ৫৪টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনোটির স্থায়ী সনদ নেই। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার মান ঠিক করে যেন স্থায়ী সনদ গ্রহণ করে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আইনের মধ্যে আনতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ২০০৮ পাস করলেও পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে এটি না ওঠায় তা আইনে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। সংসদের আগামী অধিবেশনে আইনটি পাস করানোর প্রক্রিয়া চলছে বলে তিনি জানান।